ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ৩০/১১/২০১৭ ।।

ক্যাম্পের বাজারে সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র ডুকলী বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ক্যাম্পের বাজারে আয়োজিত ১০ দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা গত ২৮ নভেম্বর সমাপ্তি হয়। এই উপলক্ষ্যে পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যের সমস্ত অংশের জন সাধারণের অন্নবস্ত্র বাসস্থানের পাশাপাশি চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটানো। সংস্কৃতি চর্চায় মানুষের মন সুস্থ থাকে, সংস্কৃতির মূলকথা হল সুস্থতা। তাই মানুষের মন এবং সমাজকে সুস্থ রাখার জন্য সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা খুবই জরুরী। রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে রাজ্যে সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরীর কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তরে লোক সংস্কৃতির প্রসারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রতিভার বিকাশ এবং লুপ্ত প্রায় সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে। সেই লক্ষ্যে চলতি বছরে সারা রাজ্যে আরও ২০০ টির মতো সাংস্কৃতিক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য ও বুল্টি বিশ্বাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যতীন দাস। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৫০ জন শিল্পী লোকসংগীত ও নৃত্য, বাউলগান ইত্যাদি পরিবেশন করেন।

জিরানীয়ায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের কর্মসূচি

জিরানীয়া, ৩০ নভেম্বর ।। জিরানীয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ৪-৬ ডিসেম্বর মহকুমার ৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা শিবির আয়োজিত হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী ৪ ডিসেম্বর শিবির হবে বর্ধমান ঠাকুর পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ৫ ডিসেম্বর হবে পূর্ববড়জলার নোয়াবাদী ২নং এবং শচীন্দ্র নগর কলোনীর বৈরাগী টিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। ৬ ডিসেম্বর শিবির হবে বর্ধমান ঠাকুর পাড়ার ভবানিয়া পাড়া, পশ্চিম নোয়াগাঁওয়ের কেপরাম পাড়া এবং মজলিশ পুরের গুরুকুল অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

ভি ভি প্যাট : চন্দ্রপুর কলোনী এস বি স্কুলে কর্মশালা ১৮ ডিসেম্বর

উদয়পুর, ৩০ নভেম্বর ।। মাতাবাড়ী ব্লকের চন্দ্রপুর কলোনী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ভি ভি প্যাট সম্পর্কে সচেতনামূলক কর্মশালা আগামী ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, আগামী ৪ ডিসেম্বর এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য এই কর্মসূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

মান্দাইয়ে ১১৬টি পরিবারকে প্রাণী পালনে সহায়তা

জিরানীয়া, ৩০ নভেম্বর ।। প্রাণী পালনের মাধ্যমে দুঃস্থ উপজাতিদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে ১০০টি উপজাতি পরিবারকে ১টি করে শূকর ছানা এবং ১৬টি উপজাতি পরিবারকে ১টি করে ছাগল দেওয়া হয়েছে। গতকাল মান্দাই বি আর সি হলে এই ১১৬টি পরিবারের সদস্যকে প্রাণী পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সুবিধাভোগীদের হাতে শূকর ছানা ও ছাগল তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে দপ্তরের ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। মান্দাই বি আর সি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এ ডি সি-র মুখ্য কার্যনিবাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, দুঃস্থ উপজাতিদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক মনোরঞ্জন দেববর্মা তাঁর ভাষণে প্রাণী পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে স্বনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ ডি সিঞ্চর পশ্চিম জোন্যালের চেয়ারম্যান সন্তোষ দেববর্মা, এ ডি সিঞ্চর পশ্চিম জোন্যালের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মঙ্গল দেববর্মা, পশ্চিম জোন্যালের উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিত্র চাকমা। স্বাগত ভাষণ রাখেন এ ডি সি-র প্রাণী সম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের প্রধান আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ দাস। সভাপতিত্ব করেন মান্দাই সাব জোন্যালের চেয়ারম্যান চন্দ্রকুমার দেববর্মা।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস ঃ কাঞ্চনপুরে প্রস্তুতি

কাঞ্চনপুর, ৩০ নভেম্বর ।। কাঞ্চনপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ৩ ডিসেম্বর কাঞ্চনপুর মহকুমা ভিত্তিক বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে উদযাপন করা হবে। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সম্প্রতি কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় এম ডি সি ললিত দেবনাথ, বিদ্যালয় পরিদর্শক আর ডালং, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দশদায় ১৭৫৪ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

কাঞ্চনপুর, ৩০ নভেম্বর ।। দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলতি মাসে দশদা ব্লক এলাকার ২৬টি স্থানে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ১৭৫৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩৪ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোনও ভোটারই যাতে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে না থাকেন তা সুনিশ্চিত করা হবে ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

আগরতলা,২৯ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা বিধানসভার আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচল কুমার জ্যোতি জানিয়েছেন। দুদিনের রাজ্য সফর শেষে ফিরে যাওয়ার আগে আজ সকালে রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্যোতি জানান, রাজ্য সফরকালে তাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং রাজ্যে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোট সম্পন্ন করার জন্য তাঁদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। একই সঙ্গে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ মুখ্য সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, ডিআইজি, আইজি, এসপি, ডিসি-দের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং এ বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রী জ্যোতি জানান, রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো, রাজ্যে আগে থেকেই সিআরপিএফ মোতায়েন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণভার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের হাতে রাখা, সবকয়টি স্পর্শকাতর ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভিডিওগ্রাফি করা, যথেষ্ট আগেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত সীল করা ইত্যাদি দাবী জানিয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল অস্থায়ী শিক্ষকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ, পুলিশ অফিসারদের ট্রান্সফার ও পোস্টিং-এর বিষয়টি উত্থাপন করেছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবী জানিয়েছে। দলগুলি নির্বাচনী প্রচারের ব্যয়ভারের বিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলারও দাবী জানিয়েছে। পাশাপাশি তারা ভি ভি প্যাট নিয়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানোর উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কমিশনের সদস্যরা রাজনৈতিক দলগুলির উদ্বেগ এবং পরামর্শ গ্রহণ করে নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তাদের আশ্বাস দিয়েছেন। দেশের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। ভোটার তালিকা সংশোধনীর বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, ১-১-২০১৮ সালকে ভিত্তি হিসেবে ধরে ভোটার তালিকার যে বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া চলছে তার অঙ্গ হিসেবে ২০১৭ সালের ২৪ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকায় নাম তোলা, নাম বাদ দেওয়ার বিষয়টি সহ এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য রাজনৈতিক দলগুলিকে অবহিত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী স্পেশাল সামারি রিভিশনের (এসএসআর) কাজ এগিয়ে চলেছে এবং তা ৩০ নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত চলবে। এই রিভিশন সম্পর্কে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ নেই। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্যোতি জানান, বাড়ি বাড়ি সার্ভের কাজ এখন এগিয়ে চলেছে এবং নির্ঘন্ট অনুযায়ী আগামী ৫ই জানুয়ারী ২০১৮ রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তিনি জানান, এই মুহূর্তে রাজ্যে ২৩৬৬টি জায়গায় ৩১৭০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। সবকয়টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে।

সর্বত্রই এবার ই ভি এম-এর সঙ্গে ভি ভি প্যাট ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়ে শ্রী জ্যোতি বলেন, এখন থেকে সমস্ত নির্বাচনে ভি ভি প্যাট ব্যবহার করা হবে। এ বিষয়ে বছরের জুন মাসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো। পরীক্ষামূলকভাবে এর প্রথম ব্যবহার গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনে করা হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হিমাচলপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনেও এর ব্যবহার করা হয়। তিনি জানান, ২০১৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠেয় লোকসভার নির্বাচনে ভি ভি প্যাট যুক্ত ইভিএম ব্যবহার করা হবে। এর জন্য ২৩ লক্ষ ইভিএম এবং ১৬ লক্ষ ভিভিপ্যাট কেনা হবে। এর জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমস্ত মেশিন কেনার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানান, মাদক সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি পাচার রোধে সীমান্তে কড়া নজরদারী রাখা হবে। বর্ডার, চেক পোস্ট সমূহে ওয়েবকাস্ট, সিসিটিভি কভারেজ, ভিডিওগ্রাফি কভারেজ ইত্যাদি করা হবে। বিভিন্ন স্পর্শকাতর এবং ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতেও এই সুবিধা রাখা হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোনও ভোটারই যাতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে দূরে না থাকেন তা সুনিশ্চিত করা হবে বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচল কুমার জ্যোতি ছাড়াও নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা, নির্বাচন কমিশনার ওম প্রকাশ রাওয়াত, নির্বাচন কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল ধীরেন্দ্র ওঝা, উপনির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি উপস্থিত ছিলেন।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ২৯ নভেম্বর ।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অন্ধত্ব নিবারণী সমিতির উদ্যোগে আজ খোয়াই জেলা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ ৩০ জন চক্ষু রোগীর চোখ পরীক্ষা করে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করেন। এর মধ্যে ১৩ জন চক্ষু রোগীর চোখের ছানি সনাক্ত করে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য আগরতলা আই জি এমে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ ধনঞ্জয় রিয়াং এতথ্য জানিয়েছেন।

রূপাইছড়িতে রবি অভিযান কর্মসূচির সূচনা

রূপাইছড়ি, ২৯ নভেম্বর ।। রূপাইছড়ি কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ২৭ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রবি অভিযান-২০১৭ কর্মসূচির সূচনা এবং ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। বনকুল চেথুয়াং কমিউনিটি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষকদেরকে ৩৫টি পাওয়ার টিলার এবং ৩৬টি পাম্প সেট দেওয়া হয়। এডিসিঞ্চর কৃষি বিভাগের কার্যনিবাহী সদস্য পতিরাম ত্রিপুরা, এম ডি সি অরুণ ত্রিপুরা ও এম ডি সি সাথৈই মগ সুবিধাভোগী কৃষকদের হাতে কৃষি যন্ত্রপাতিগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মহকুমার তত্বাবধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ত্রিপুরা জানান, ১টি পাওয়ার টিলারের মূল্য ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এতে ভর্তুকী রয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। একটি পাম্পসেটের মূল্য ২৭ হাজার টাকা। রূপাইছড়ি বি এ সি ও কৃষি দপ্তর মিলে ভর্তুকী দিয়েছে ১৫ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি বিভাগের কার্যনিবাহী সদস্য পতিরাম ত্রিপুরা, এম ডি সি অরুণ ত্রিপুরা ও এম ডি সি সাথৈই মগ, রূপাইছড়ি ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ত্তনু মগ, কৃষি দপ্তরের সহ অধিকর্তা সমীরণ চাকমা। সভাপতিত্ব করেন রূপাইছড়ি কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি চাইলাবাই মগ।

লেফুঙ্গা ব্লকের কুমারীবিলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

মোহনপুর, ২৮নভেম্বর ।। লেফুঙ্গা ব্লকের কুমারীবিল এলাকায় আজ নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট বিদ্যা দেববর্মা মেমোরিয়্যাল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী ফিতা কেটে ও ফলক উন্মোচন করে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন । ২.৭৪ একর জায়গার উপর গড়ে ওঠা এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণে ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে । পূর্ত দপ্তর এই বাড়িটি নির্মাণের দায়িত্বে ছিল । উদ্বোধকের ভাষণে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে । সরকারের বাজেটের সর্বাধিক টাকা এই দুটি ক্ষেত্রে বরাদ্দ রাখা হয় । তার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য বিষয়গুলি যুক্ত আছে । স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেন, শিক্ষায় আজ আমাদের রাজ্য প্রথম স্থানে, ৯৭.৫ শতাংশ মানুষ বর্তমানে সাক্ষর। তিনি বলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কমিটিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের লোক থাকবে যাতে কোন মানুষ চিকিৎসার আওতা থেকে বঞ্চিত না হন । এক সময় দুর্গম বলে চিহ্নিত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এই জাতীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে । বর্তমানে রাজ্যে ১০৪টি এ ধরণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এবং আগামী কিছু দিনের মধ্যে এর সংখ্যা ১১০ হয়ে যাবে । তিনি বলেন, রাজ্যে জাতি উপজাতির শান্তি সম্প্রীতি এবং ঐক্যকে বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা চলছে । শান্তি সম্প্রীতি এবং ঐক্যকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমস্ত অংশের মানুষ এগিয়ে আসবেন এবং রাজ্যের নতুন নতুন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক প্রণব দেববর্মা বলেন উপজাতি এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে । রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেক উন্নত হয়েছে । উপজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে । রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে । অনুষ্ঠানে বিধায়ক হরিচরণ সরকার তাঁর ভাষণে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠায় এলাকার শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত এর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করেন । এছাড়া, অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ দাস, স্বাস্থ্য অধিকর্তা জে কে দেববর্মা, জমি দানকারী বুধিয়া দেববর্মা বক্তব্য রাখেন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা এন ডালং । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লেফুঙ্গা বি এ সি-র চেয়ারম্যান এম ডি সি জহর দেববর্মা ।

সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব শুরু

বিশ্রামগঞ্জ,২৮ নভেম্বর ।। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক তিনদিন ব্যাপী যাত্রা উৎসব ২০১৭ আজ থেকে নলছড় টাউনহলে শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কমলরাণী শীল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অমৃত দেববর্মা।

উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক তপন চন্দ্র দাস বলেন, রাজ্য সরকার আমাদের হারিয়ে যাওয়া লোক সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এতে জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের প্রতি ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নত সমাজ সচেতনতার জন্য যাত্রার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কমলরাণী শীল। তিনি তিনদিন ব্যাপী যাত্রা উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। যাত্রা দেখার জন্য টাউন হলে ছিলো উপচে পড়া ভিড়। আজ প্রথম দিনে তিনটি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করা হয়। এগুলি হলো পূর্ব নলছড় যাত্রা সংস্থার রূপবান, পশ্চিম নলছড় যাত্রা সংস্থার গরীবের মেয়ে এবং শিবনগর যাত্রা সংস্থার বিজয় মালা ।

৩০ শে সিঙ্গিরবিলে প্রশাসনিক শিবির

কৈলাসহর,২৮ নভেম্বর ।। কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে চন্ডীপুর ব্লকের সিঙ্গিরবিল হাইস্কুলে আগামী ৩০ নভেম্বর প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে মহকুমা শাসক সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে জনগণের সাথে মত বিনিময় করবেন। এছাড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পি.আর.টি.সি., এস.টি. ও এস.সি. সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য শিবির ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রাণী চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে শিবিরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য মহকুমা শাসক অনুরোধ জানিয়েছেন।

নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদল রাজ্যে এলেন

আগরতলা,২৮ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল দুইদিনের সফরে আজ রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচল কুমার জ্যোতি। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন নির্বাচন কমিশনার ওম প্রকাশ রাওয়াত, নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা, উপ-নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন এবং নির্বাচন কমিশনের ডি.জি. ধীরেন্দ্র ওঝা। দুপুরে বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদলটিকে স্বাগত জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি। বিমানবন্দর থেকে রাজ্য অতিথিশালায় পৌঁছেই নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদলটি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সি.ই.ও. শ্রীরাম তরণীকান্তি ছাড়াও স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার রাজ্য পুলিশের আই.জি. জি.এস. রাও, সি.এ.পি.এফ. নোডাল অফিসার সি.আর.পি.এফ.-র আই.জি. বি.এস. চৌহান উপস্থিত ছিলেন। এরপর প্রতিনিধিদলটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিজেপি, সি.পি.আই., সি.পি.আই.(এম) এবং আই.এন.সি.-র প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সন্ধ্যায় রাজ্য অতিথিশালার কনফারেন্স হলে প্রতিনিধিদলটি রাজ্যের আট জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভার শুরুতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অচল কুমার জ্যোতি এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ ২০১৮-র ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচন দপ্তরের একটি লোগো এবং স্টেট আইকন দীপা কর্মকারকে নিয়ে বাংলা ও ককবরকে তৈরী করা চারটি প্রচার পোস্টার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এই সভায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণীকান্তি ছাড়াও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ, সি.আর.পি.এফ.-এর আই.জি. প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক সচেতনতা সভা

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন পরিচালিত পূর্ণ শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে আনন্দনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক এক সচেতনতা মূলক সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা বকুল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচেতনতা সভায় পূর্ণ শক্তি কেন্দ্রের জেলা আধিকারিক প্রণব পাল, পশ্চিম আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অবলা উড়িয়া এবং পশ্চিম আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা দাস সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা কমিশনের সদস্যা বকুল দাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বয়ঃসন্ধিকাল সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের জানা একান্ত প্রয়োজন। সন্ধি কথাটা হচ্ছে একটা কালের শেষ এবং আর একটা কালের আরম্ভ। এই বয়সে ভালো দিকে মন দিলে জীবন ভালো হয়। আর খারাপ দিকে মন দিলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। অধ্যয়ন করাই হচ্ছে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কর্তব্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের কথা শুনতে হবে। বাড়িতে মা বাবার কথাও শুনতে হবে। তিনি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কারণ মেয়েদের নিজের রক্ষা নিজেকেই করতে হবে। ভালো অভ্যাস করতে হবে, ভালো চিন্তা করতে হবে তবেই ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হতে পারবে।

পঞ্চায়েত প্রধান অবলা উড়িয়া বর্তমান সময়ে এধরণের সচেতনতা মূলক আলোচনা সভার গুরুত্ব রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের পক্ষে অন্তু রায়। আনন্দনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা দাস বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক আলোচনার গুরত্বারোপ করেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে গুরুত্ব

বিলোনীয়া, ২৭ নভেম্বর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কার্যকরী কমিটির এক সভা গত ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি নরেশ পাটারী, জিলা পরিষদের সদস্যগণ, জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, চা বাগিচা, বাজার, চোত্তাখলায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে দুর্গাপুর নার্সারী, দক্ষিণ শ্রীরামপুর মৎস্য সমবায় সমিতি, মুহুরীপুর জাতীয় পার্ক উন্নয়ন, মনু বাজার লাইব্রেরী সংস্কার, উত্তর ভারতচন্দ্র নগরে মার্কেট শেড উন্নয়নে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। চোত্তাখলায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যানের উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের পঞ্চায়েত স-শক্তিকরণ(২০১৫-২০১৬) পুরস্কারের অর্থে দক্ষিণ জেলার ৮টি ব্লকের ৮টি ২৫ কে ভি ট্রান্সফর্মার ক্রয়, ব্লক এলাকার যোগাযোগ ও পানীয় জলের উন্নয়নে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক শ্রী জমাতিয়া জানান, চলতি মাসের মধ্যে এম জি এন রেগায় আরও ৫ শ্রম দিবস সৃষ্টি করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এছাড়া, রেগার মাধ্যমে অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শৌচালয় নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট ব্লকের বি ডি ও দের নির্দেশ দেন।

মোহনপুরে পরিচর্যাকারীদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর ।। মোহনপুর ব্লকের কমিউনিটি হলে পরিচর্যাকারীদের নিয়ে তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন, পূর্ণশক্তি এবং উষাজ্যোতি কল্যাণকামী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের সূচনা করেন মহিলা কমিশনের সদস্য ড. প্রনতী মোদক। তিনি পরিচর্যাকারীদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মনিকা দত্ত রায় বলেন, মহিলা কমিশন মেয়েদের সুরক্ষার জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন, মেধা শক্তির দিক দিয়ে মহিলারাও কোন অংশে কম নয়। তবে সেই মেধা শক্তিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। কমিশনের সদস্যা বকুল দাস পরিচর্যাকারীদের নিয়ে এ ধরণের প্রশিক্ষণ শিবিরের গুরুত্ব আরোপ করেন। শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন মোহনপুর পুর পরিষদের কাউন্সিলার ঝর্ণা মজুমদার, কমিশনের সদস্য সচিব অপর্ণা দে, কমিশনের আইন আধিকারিক দেবস্মিতা চক্রবর্ত্তী, ব্লকের বি ডি ও শুভব্রত ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য কর্মী মৌমিতা দেবনাথ, পল্লবী ভৌমিক ও লক্ষ্মী দেবনাথ, সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণার্থী পরিচর্যাকারীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

শান্তিরবাজারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ২৭ নভেম্বর ।। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি বীরচন্দ্র মনু শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির মাঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক এক মেগা মক ড্রিল প্রদর্শিত হয়। এতে ভূমিকম্পের ফলে ভগ্নস্তুপের নীচে থাকা আহত ও নিহত মানুষদের কিভাবে উদ্ধার করা যায় এবং ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার হাত থেকে সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে কলা কুশল প্রদর্শণ করেন ত্রিপুরা রেডক্রস সোসাইটি, ত্রিপুরা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী, ত্রিপুরা পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনীর জওয়ানরা। এই মক ড্রিল অনুষ্ঠানে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক বিশ্বশ্রী বি সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে।

পণ বিরোধী সপ্তাহ : বিলোনীয়ায় মূল অনুষ্ঠান ১ ডিসেম্বর

বিলোনীয়া, ২৭ নভেম্বর ।। পণ বিরোধী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে এক সভা সম্প্রতি বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সুবল রায়, জেলাশাসক সি. কে. জমাতিয়া, জনপ্রতিনিধিগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ১ ডিসেম্বর জেলা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠান হবে বিলোনীয়া টাউন হলে। ঐদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিলোনীয়া টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন হল প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হবে । এদিকে, পণ বিরোধী সপ্তাহ উদাযাপন উপলক্ষ্যে জেলার প্রতিটি ব্লকে ২৬ নভেম্বর থেকে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।